প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ লাঘব করুন

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের চমকপ্রদ সাফল্য সত্ত্বেও যে দুইটি চ্যালেঞ্জ এই খাতটির প্রত্যাশিত অগ্রযাত্রার পথে বড় বাধা হইয়া আছে, তন্মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে অবকাঠামোগত সমস্যা। প্রচুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, যেখানে অত্যন্ত অনিরাপদ ও অস্বস্তিকর পরিবেশে শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস করিতে হয়। কোথাও কোথাও জরাজীর্ণ ভবনের পলেস্তারা খসিয়া পড়িয়া শিক্ষার্থীদের আহত হইবার ঘটনাও ঘটিতেছে। আবার কোথাও-বা পরিত্যক্ত ভবনে অথবা খোলা মাঠে চলিতেছে পাঠদান। অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হইল— বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকা। এই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট সংখ্যা কত তাহা জানা না গেলেও ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার যে-তথ্য সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উদ্বেগজনকই বলিতে হইবে। জানা যায়, উপজেলার ১৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০১টি বিদ্যালয়েই টয়লেট ও পানযোগ্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নাই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তি পোহাইতে হইতেছে। বিশেষ করিয়া এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের অসহনীয় বিড়ম্বনার বিষয়টি উপলব্ধি করা কঠিন নহে। এই ধরনের পরিবেশ যে একেবারেই শিক্ষার অনুকূল নহে— তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বোরহানউদ্দিন প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রমতে, উল্লিখিত ১০১টি বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছয় শতাধিক। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। টয়লেট না থাকায় অনন্যোপায় হইয়া শিক্ষার্থীরা বাড়ির আশেপাশে খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। ইহাতে শুধু যে বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশ দূষণ হইতেছে তাহাই নহে, বৃদ্ধি পাইতেছে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও। বিদ্যালয়গুলিতে সুপেয় পানির অভাব পরিস্থিতিকে নিঃসন্দেহে আরও সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাও বিষয়টি স্বীকার করিয়াছেন। অথচ প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধিতে গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশ যে ব্যাপক সাফল্য দেখাইয়াছে তাহা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বর্তমানে প্রাথমিকে ভর্তির নির্দিষ্ট বয়সসীমা ৫ হইতে ১০ বছরের শিশুদের ভর্তির হার (এনইআর) প্রায় শতভাগ। গর্বের বিষয় হইল, প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এডুকেশন-৯ (ই-৯) ফোরামভুক্ত দেশগুলির মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রহিয়াছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, চীন, এমনকি ব্রাজিলের মতো দেশকেও পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচির মতো সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগের ফলে ইহা সম্ভবপর হইলেও এই ক্ষেত্রে সরকার— বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক ও শিক্ষাবান্ধব ভূমিকার বিষয়টিও সুবিদিত।

অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলির অবকাঠামোগত অবস্থার যেই চিত্র জানা যাইতেছে, তাহা সরকারের এই বিশাল অর্জন ও সদিচ্ছার সঙ্গে ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নহে। বলা বাহুল্য, এই অর্জনকে টেকসই করিতে হইলে অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। নিশ্চিত করিতে হইবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য